তারিখ ... 18 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... ৩ ...

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অচল ইউএসটিসি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধনের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিসি) শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে একটি মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে ক্যাম্পাসে দুপুর পর্যন্ত বিক্ষোভ সমাবেশ চলে। এসব কর্মসূচিতে দেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কয়েকশ' বিদেশি শিক্ষার্থীও ছিলেন। গতকালও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলতে দেখা গেছে। আন্দোলনের মুখে এদিন ক্লাস পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এতে অচল হয়ে পড়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এদিকে, এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

ইউএসটিসির প্রোভিসি নুরুল আবছার বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যৌক্তিক। তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করার সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। আশা করছি, খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, এক সপ্তাহ ধরে যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য আমরা আন্দোলন চালালেও এখন পর্যন্ত প্রশাসনের কারও কাছ থেকে ভালো কোনো সাড়া পাইনি। দাবি আদায় করতে প্রশাসন রাস্তায় আমাদের নামতে বাধ্য করেছে। এত দিন ধরে আন্দোলন চলতে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম ও ডা. নীনা ইসলাম একবারের জন্যও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। সমস্যার সমাধান করা তো দূরে থাক, তারা দু'জন এর জন্য দুঃখ প্রকাশও করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

থেকেও তারা দু'জন নীরব ভূমিকা পালন করছেন। কয়েকজন বিদেশি শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে এসে এখন রাস্তায় আন্দোলন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের ও লজ্জার আর কী হতে পারে! বিএমডিসির নিবন্ধন না পাওয়ায় আমাদের জীবন চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মা-বাবাও হতাশা ও নানা আশঙ্কায় আছেন।'

দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে ইউএসটিসির বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. মু. বদিউল আলম বাদল বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি শিক্ষকদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবে দাবি আদায়ের জন্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগ কিংবা চিকিৎসাসেবা বন্ধ করা কখনও যৌক্তিক হবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বিএমডিসিতে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।